২০২৫ - ২০১০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নের নির্ভুল সমাধান ও তথ্যমূলক ব্যাখ্যা

অ্যাসিওরেন্স
প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ
Question Bank

▪ প্রশ্ন ▪ সমাধান ▪ বিশ্লেষণ ▪ সহজ উপস্থাপন

সম্পাদনায়

অ্যাসিওরেন্স সম্পাদনা পর্ষদ

নকল হইতে সাবধান

সার্বিক সহযোগিতায়

মেহবুব মোর্শেদ (লিটু)- *বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)*
মাহফুজুর রহমান- *বিসিএস (পুলিশ)*
শামীম হোসেন- *সহকারী পরিচালক (বিপিএটিসি)*
আরিফুল ইসলাম- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
কামরুল ইসলাম- *বিসিএস (প্রশাসন)*
মুকুল হোসেন- *বিসিএস (শিক্ষা)*
মনিরুজ্জামান খান- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
মোহাম্মদ আলী- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স

৩, নতুন পল্টন লাইন (দ্বিতীয় তলা), আজিমপুর, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭৫৭ ৪৬৫৯১৯, ০১৮৪২ ০১৩৮৯৯

web:http://assurancepublication.com
e-mail: assurance1996@gmail.com
facebook page: অ্যাসিওরেন্স পাবলিশেন্স- Assurance Publication
facebook group: Assurance BCS Open Discussion

সূচিপত্র

❑	বিগত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার নির্ভুল তথ্যবহুল আপডেট ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন ও সমাধান		
০১	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর : সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৫	[০৯.০১.২০২৬]	৯
☆	৩য় ধাপ : ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ		
০২	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৪	[২৯.০৩.২০২৪]	১৯
☆	২য় ধাপ : রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগ		
০৩	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৪	[০২.০২.২০২৪]	২৭
☆	১ম ধাপ : রংপুর, বরিলাশ ও সিলেট বিভাগ		
০৪	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৩	[০৮.১২.২০২৩]	৩৪
☆	১ম ধাপ :		
০৫	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২২	[২২.০৪.২০২২]	৪১
☆	২য় ধাপ :		
০৬	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২২	[২০.০৫.২০২২]	৪৮
☆	৩য় ধাপ :		
০৭	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২২	[০৩.০৬.২০২২]	৫৬
☆	১ম ধাপ :		
০৮	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯	[২৪.০৫.২০১৯]	৬৪
☆	২য় ধাপ :		
০৯	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯	[৩১.০৫.২০১৯]	৭১
☆	৩য় ধাপ :		
১০	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 2594)	[২১.০৬.২০১৯]	৭৮
১১	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 3697)	[২১.০৬.২০১৯]	৮৫
১২	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 1491)	[২১.০৬.২০১৯]	৯৩
☆	৪র্থ ধাপ :		
১৩	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 2815)	[২৮.০৬.২০১৯]	১০০
১৪	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 4021)	[২৮.০৬.২০১৯]	১০৭
১৫	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 5124)	[২৮.০৬.২০১৯]	১১৬
১৬	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯ (সেট নম্বর- 8433)	[২৮.০৬.২০১৯]	১২৩
১৭	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৮ (স্থগিত- ২০১৪) সেট নম্বর- 7277	[০১.০৬.২০১৮]	১৩১
১৮	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৮ (স্থগিত- ২০১৪) সেট নম্বর- 7142	[২৬.০৫.২০১৮]	১৩৮
১৯	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৮ (স্থগিত- ২০১৪) সেট নম্বর- 9573	[১১.০৫.২০১৮]	১৪৬
২০	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৮ (স্থগিত- ২০১৪) সেট নম্বর- 8161	[২০.০৪.২০১৮]	১৫৪
২১	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পরীক্ষা- ২০১৬	[২৯.১০.২০১৬]	১৬১
২২	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৫	[৩০.১০.২০১৫]	১৬৯
২৩	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৫	[১৬.১০.২০১৫]	১৭৭
২৪	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৫	[২৮.০৮.২০১৫]	১৮৫
২৫	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৫	[২৭.০৬.২০১৫]	১৯২

২৬	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৪ (আলফা) (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা)	[১৮.০৪.২০১৪]	১৯৯
২৭	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৪ (বিটা) (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা)	[১৮.০৪.২০১৪]	২০৭
২৮	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৪ (গামা) (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা)	[১৮.০৪.২০১৪]	২১৪
২৯	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৪ (ডেলটা) (পুনঃগৃহীত ১৭ জেলা)	[১৮.০৪.২০১৪]	২২২
৩০	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (হোয়াংহো)	[০৮.১১.২০১৩]	২৩০
৩১	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (ঝিলাম)	[০৮.১১.২০১৩]	২৩৭
৩২	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (দানিয়ুব)	[০৮.১১.২০১৩]	২৪৪
৩৩	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (দাজলা)	[০৮.১১.২০১৩]	২৫১
৩৪	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (মিসিসিপি)	[০৮.১১.২০১৩]	২৫৯
৩৫	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (ভগলা)	[০৮.১১.২০১৩]	২৬৬
৩৬	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (রাইন)	[০৮.১১.২০১৩]	২৭৩
৩৭	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (পদ্মা)	[১২.০৪.২০১৩]	২৮১
৩৮	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (মেঘনা)	[১২.০৪.২০১৩]	২৮৯
৩৯	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (যমুনা)	[১২.০৪.২০১৩]	২৯৬
৪০	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (সুরমা)	[১২.০৪.২০১৩]	৩০৪
৪১	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (করতোয়া)	[১২.০৪.২০১৩]	৩১১
৪২	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (শীতলক্ষ্যা)	[১২.০৪.২০১৩]	৩১৮
৪৩	প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩ (বুড়িগঙ্গা)	[১২.০৪.২০১৩]	৩২৫
৪৪	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (সুরমা)	[২৪.০২.২০১২]	৩৩৩
৪৫	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (মেঘনা)	[২৪.০২.২০১২]	৩৪১
৪৬	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (পদ্মা)	[২৪.০২.২০১২]	৩৪৮
৪৭	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (করতোয়া)	[২৪.০২.২০১২]	৩৫৬
৪৮	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (যমুনা)	[২৪.০২.২০১২]	৩৬৩
৪৯	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১২ (কর্ণফুলী)	[২৪.০২.২০১২]	৩৭০
৫০	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক- ২০১১ (হাসনাহেনা)	[০৯.১২.২০১১]	৩৭৭
৫১	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ- ২০১১ (শিউলী)	[০৯.১২.২০১১]	৩৮৪
৫২	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ- ২০১১ (শাপলা)	[০৯.১২.২০১১]	৩৯০
৫৩	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ- ২০১১ (গোলাপ)	[০৯.১২.২০১১]	৩৯৭
৫৪	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ- ২০১১ (জবা)	[০৯.১২.২০১১]	৪০৩
৫৫	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ- ২০১১ (টগর)	[০৯.১২.২০১১]	৪১১
৫৬	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (শরৎ) (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য)	[১৩.০৮.২০১০]	৪১৮
৫৭	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (হেমন্ত) (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য)	[১৩.০৮.২০১০]	৪২৪
৫৮	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (বসন্ত) (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য)	[১৩.০৮.২০১০]	৪৩১
৫৯	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (কপোতাক্ষ)	[০৮.০১.২০১০]	৪৩৮
৬০	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (করতোয়া)	[০৮.০১.২০১০]	৪৪৫
৬১	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (ইছামতি)	[০৮.০১.২০১০]	৪৫২
৬২	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (সুরমা)	[০৮.০১.২০১০]	৪৫৮
৬৩	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (তিতাস)	[০৮.০১.২০১০]	৪৬৬
৬৪	প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১০ (তিস্তা)	[০৮.০১.২০১০]	৪৭৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর : সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৫

তারিখ : ০৯.০১.২০২৬ ॥ সময় : ৯০ মিনিট ॥ পূর্ণমান : ৯০ ॥ সেট নং : ২৫৫৭

[প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন। ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে]

❑ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধ মাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক) ০৮টি খ) ০৯টি
গ) ১০টি ঘ) ০৭টি
উত্তর : ক

নোট: *ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ ৫০টি। যার মধ্যে স্বরবর্ণ- ১১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ- ৩৯টি। মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ- তিন প্রকার। মাত্রাহীন বর্ণ- ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)। অর্ধমাত্রার বর্ণ- ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি: ঋ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি: খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ) ও পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)।*

২. সাবান ও আনারস শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক) পর্তুগিজ খ) আরবি
গ) ফরাসি ঘ) ফার্সি
উত্তর : ক

নোট: *পাউরুটি, সাবান, চাবি, জানালা, বালতি, আলমারি, আলপিন, আলকাতরা, আনারস, পাদ্রি, পেয়ারা, পেরেক, পিস্তল, কেরানি, গির্জা, গুদাম, ইংরেজ, ইস্পাত, বোতাম, তোয়ালে, নিলাম, মার্কা, আয়া, বারান্দা, কামিজ, ফিতা প্রভৃতি পর্তুগিজ শব্দ।*

৩. 'কুল কাঠের আগুন' এর প্রকৃত অর্থ কী?
ক) তীব্র জালা খ) অমিতব্যয়ী
গ) উজ্জ্বল আলো ঘ) প্রতিভাবান
উত্তর : ক

নোট: *বাংলা বাগধারা অভিধান ও প্রমিত উৎস অনুযায়ী, 'কুল কাঠের আগুন' বাগধারাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো 'তীব্র জ্বালা' বা 'অসহ্য যন্ত্রণা'। কূল বা বরই গাছের কাঠ যেমন একবার জ্বললে দীর্ঘক্ষণ তীব্র উত্তাপ ও ধিকিধিকি আগুন বজায় রাখে, তেমনি মানুষের মনের তীব্র কষ্ট বা ক্ষোভকে বোঝাতে রূপক অর্থে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।*

৪. বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কী?
ক) বহুব্রীহি সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস
উত্তর : গ

নোট: *প্রমিত বাংলা নিয়ম অনুযায়ী- বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় এবং যেখানে পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে (যেমন: নীল যে আকাশ = নীলাকাশ)।*

৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) নীরীক্ষন খ) নীরীক্ষণ
গ) নিরিক্ষণ ঘ) নিরীক্ষণ
উত্তর : ঘ

নোট: *বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম এবং আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী, 'নিরীক্ষণ' শব্দটির শুদ্ধ রূপ হলো- ন + ই + র + ঈ + ক্ষ + ণ অর্থাৎ 'নিরীক্ষণ' (নি + ঈক্ষণ)। শব্দটিতে 'র'-এর সাথে দীর্ঘ-ঈ কার (ী) এবং ক্ষ-এর পরে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ (ণ) ব্যবহৃত হয়।*

৬. সমার্থক শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন–
ক) দীঘি, নদী, প্রণালী
খ) শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, সরিৎ
গ) গাঙ, তটিনী, অর্ণব
ঘ) স্রোতস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিন্ধু
উত্তর : খ

নোট: *'নদী' শব্দের কয়েকটি সমার্থক শব্দ- তটিনী, তরঙ্গিনী, শৈবলিনী, প্রবাহিনী, গাঙ, সরিৎ, কল্লোলিনী, নির্ঝরিনী, স্রোতস্বতী প্রভৃতি। অন্যদিকে, অর্ণব এবং সিন্ধু শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে সমুদ্র, সাগর, জলধি, জলনিধি, উদধি, পয়োধি, পাথার, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, বারীশ, জীমূত, দরিয়া প্রভৃতি আর দীঘি শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে পুকুর, সরোবর, জলাশয় প্রভৃতি।*

৭. বাগধারা যুগলের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থক?
ক) অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম
খ) বক ধার্মিক, বিড়াল তপস্বী
গ) রুই কাতলা, কেউকেটা
ঘ) বক ধার্মিক, ভিজে বিড়াল
উত্তর : খ

নোট: *বাংলা বাগধারা অভিধানের তথ্য অনুযায়ী, 'বক ধার্মিক' এবং 'বিড়াল তপস্বী' উভয় বাগধারারই একমাত্র অর্থ হলো 'ভণ্ড সাধু' বা 'কপট ব্যক্তি' (যিনি বাইরে ধার্মিকতার ভং ধরলেও ভেতরে কুচক্রী)। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে 'অমাবস্যার চাঁদ' (দুর্লভ বস্তু) ও 'আকাশ কুসুম' (অসম্ভব কল্পনা) ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।*

৮. "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" এই পঙক্তিটির রচয়িতা কে?
ক) বিবেকানন্দন খ) চণ্ডীদাস
গ) বিদ্যাপতি ঘ) রামকৃষ্ণ
উত্তর : খ

নোট: *প্রশ্নোক্ত চরণটির রচয়িতা বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবি চণ্ডীদাস (১৩৩৯-১৩৯৯)। তাঁর রচিত আরও কতিপয় বিখ্যাত উক্তি- সই, কেমনে ধরিব হিয়া? আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া; সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল; সই, কেবা শুনাইলো শ্যাম নাম প্রভৃতি। অন্যদিকে,*

- ✓ ***বিদ্যাপতির বিখ্যাত পঙক্তি :*** *এ সখি হামারি দুখের নাহিওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্যমন্দির মোর।*
- ✓ ***স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত পঙক্তি :*** *'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।*
- ✓ ***রামকৃষ্ণের বিখ্যাত পঙক্তি :*** *যত্র জীব তত্র শিব, সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।*

৯. "শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে" এখানে পাঠে শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক) অধিকরণে সপ্তমী খ) অপাদানে পঞ্চমী
গ) কর্মে পঞ্চমী ঘ) অধিকরণে পঞ্চমী
উত্তর : ক

নোট: *প্রমিত ব্যাকরণ অনুযায়ী, যে বিষয়ে বা স্থানে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এখানে 'পাঠে' (পাঠ + এ)*

বলতে অধ্যয়নের বিষয়কে বোঝাচ্ছে এবং শব্দের শেষে 'এ' বিভক্তি যুক্ত থাকায় এটি অধিকরণ কারকে সপ্তমী (৭মী) বিভক্তি।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনী' গল্পে তোতা কীসের প্রতীক?

ক) শিক্ষকের খ) গণকঠাকুরের
গ) শিশুর ঘ) গবেষকের উত্তর : গ

নোট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচিত 'তোতা কাহিনী' একটি বিখ্যাত রূপক ছোটগল্প। এটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পে তোতা পাখিটি মূলত শৃঙ্খলিত, সৃজনশীলতাহীন এবং যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বন্দি শিশুর প্রতীক। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও কিছু বিখ্যাত ছোটগল্প- পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, হৈমন্তী, দেনাপাওনা, একরাত্রি, সমাপ্তি প্রভৃতি।

১১. "উল্লাস" এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক) উল + লাস খ) উৎ + লাস
গ) উ + লাস ঘ) উৎ + লাস উত্তর : ঘ

নোট: 'উল্লাস' শব্দটি সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ। সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধিতে ৎ/দ- এর পর 'ল্' থাকলে ৎ/দ- এর পর 'ল্' হয় এবং ল্ পরের ল-এর সঙ্গে মিলে 'ল্ল' হয়। যেমন: উৎ + লাস = উল্লাস, উৎ + লিখিত = উল্লিখিত, তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত প্রভৃতি।

১২. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

ক) শব্দ খ) চিহ্ন
গ) বর্ণ ঘ) ধ্বনি উত্তর : ক

নোট: বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ, শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ বর্ণ। উল্লেখ্য, ভাষার ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি।

১৩. "হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি, নয়নের মাঝে ঝড়িল বারি", এখানে কী ধরনের অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে?

ক) বিষম খ) বিরোধাভাস
গ) অসঙ্গতি ঘ) বিভাবনা উত্তর : গ

নোট: বাংলা সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, যেখানে কারণ এক স্থানে ঘটে কিন্তু তার কার্য বা ফল অন্য স্থানে প্রকাশ পায়, সেখানে 'অসংগতি অলংকার' হয়। আলোচ্য চরণে মেঘের উদয় হয়েছে 'হৃদয়ে' (কারণ), কিন্তু বৃষ্টির বারি ঝরেছে 'নয়নে' (কার্য)– স্থানভেদের এই বৈসাদৃশ্যের কারণে এটি একটি উৎকৃষ্ট অসংগতি অলংকার।

১৪. 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?

ক) যৌগিক খ) তৎসম
গ) দেশি ঘ) অর্ধতৎসম উত্তর : ঘ

নোট: সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ 'জ্যোৎস্না' শব্দটির কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত রূপ হলো 'জোছনা'। বাংলা ভাষার উৎস অনুসারে যেসকল সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় কিছুটা পরিবর্তিত বা বিকৃত আকারে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে (যেমন: গৃহিণী > গিন্নী, জোছনা, ছেরাদ্দ)।

১৫. কোনটি নঞ্ তৎপুরুষ নয়?

ক) অনেক খ) অপরাহ্ণ
গ) অনিষ্ট ঘ) অনৈক্য উত্তর : খ

নোট: না-বোধক অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে (যেমন: নয় নেক = অনেক, নয় ইষ্ট = অনিষ্ট, নয় ঐক্য = অনৈক্য)। অন্যদিকে, 'অপরাহ্ণ' শব্দটি কোনো না-বোধক সমাস নয়; এটি মূলত 'অহ্নের (দিনের) অপর অংশ'– যা একটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

১৬. "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" পঙ্ক্তিটি কার রচনা?

ক) সিকান্দার আবু জাফর খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম উত্তর : গ

নোট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচিত "কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থের 'প্রাণ' কবিতার একটি বিখ্যাত পঙ্ক্তি- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই। তাঁর রচিত আরও কতিপয় বিখ্যাত পঙ্ক্তি- মরণ রে/তুঁহু মম শ্যাম সমান, ওরে নবীন/ওরে আমার কাঁচা/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা, একখানি ছোট খেত/আমি একেলা প্রভৃতি।

১৭. দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?

ক) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
খ) বিয়ে পাগলা বুড়ো
গ) কিঞ্চিৎ জলযোগ
ঘ) লীলাবতী উত্তর : খ

নোট: দীনবন্ধু মিত্র রচিত প্রহসন- সধবার একাদশী ও বিয়ে পাগলা বুড়ো; মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন -একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ; কিঞ্চিৎ জলযোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কল্কি অবতার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রহসন।

১৮. প্রত্যেক ভাষার ৩টি মৌলিক অংশ হলো–

ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য খ) বর্ণ, সমাস, সন্ধি
গ) সমাস, কারক, ধ্বনি ঘ) পদ, বর্ণ, ধ্বনি উত্তর : ক

নোট: প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা- ১. ধ্বনি (sound); ২. শব্দ (Word) ৩. বাক্য (sentence) ৪. অর্থ (Meaning)। অন্যদিকে ব্যাকরণেরও আলোচ্য বিষয় চারটি। যথা- ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম, অর্থতত্ত্ব।

১৯. কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি কোন ছন্দে লিখিত?

ক) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ খ) গদ্য ছন্দ
গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঘ) সরবৃত্ত ছন্দ উত্তর : গ

নোট: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বিদ্রোহী কবিতাটির ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বিদ্রোহী কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। কোথাও কোথাও মুক্তক বা সনেটধর্মী গড়ন থাকলেও এর মূল ভিত্তি মাত্রাবৃত্তের ৬ মাত্রার চালে বাঁধা। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান ছন্দও বলা হয়। এই ছন্দে প্রতিটি শব্দ ও ধ্বনির পূর্ণমাত্রা গণনা করা হয়।

২০. 'অধ্যয়ন' শব্দের বিশেষণ কী?

ক) অধ্যয়নকৃত খ) অধীত
গ) অধ্যয়নরত ঘ) পঠিত উত্তর : খ

নোট: যে শব্দ বা পদ দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝানো হয় তাকে বিশেষণ

৮৫. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে "সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা" উল্লেখ করা হয়েছে–

ক ১৮ অনুচ্ছেদ খ ১৯ অনুচ্ছেদ
গ ১৫ অনুচ্ছেদ ঘ ১৭ অনুচ্ছেদ উত্তর : ঘ

নোট: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষা- নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে-১৭ নং অনুচ্ছেদে। এই প্রসঙ্গে ১৭(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" অপরদিকে,

- ✓ *১৮ নং অনুচ্ছেদ- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।*
- ✓ *১৯ নং অনুচ্ছেদ- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা।*
- ✓ *১৫ নং অনুচ্ছেদ- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা।*

৮৬. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা হলো –

ক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খ পারিবারিক শিক্ষা
গ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঘ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তর : গ

নোট: মানুষের সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগে করা হয়। যথা: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুসারে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বয়সে স্তরে স্তরে শিক্ষা অর্জন করা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। অপরদিকে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, পেপার পত্রিকা পড়ে, রেডিও শুনে, টেলিভিশন দেখে যে শিক্ষা অর্জন হয় তা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যে শিক্ষা অর্জন করে তা হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

৮৭. 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলতে কোন সংস্থাকে বোঝায়?

ক ক ও খ উভয়ই খ আইএমএফ
গ বিশ্বব্যাংক ঘ এডিবি উত্তর : *

নোট: সঠিক উত্তর হবে অপশনের খ এবং গ। ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডসে জাতিসংঘ মনিটরিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল কনফারেন্সে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ গঠিত হয় বলে এই দুটি সংস্থাকে একসঙ্গে ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট বলা হয়।

৮৮. বাতাসে কোন উপাদান মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে–

ক নাইট্রোজেন খ জলীয় বাষ্প উত্তর : ক
গ অক্সিজেন ঘ কার্বন ডাই অক্সাইড

নোট: উদ্ভিদ সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। তবে নাইট্রোজেন বৃষ্টির সাথে মাটিতে মিশলে তা থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। এ সময় নাইট্রোজেন ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের গ্রহণের উপযোগী বস্তুতে পরিণত হয়।

৮৯. নিচের কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

ক ফেসবুক খ টুইটার
গ লিংকড ইন ঘ উইকিপিডিয়া উত্তর : ঘ

নোট: ফেসবুক, টুইটার এবং লিংকডইন এই তিনটিই হলো বিশ্বখ্যাত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সামাজিক নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম (Social Networking Sites)। অন্যদিকে, 'উইকিপিডিয়া' কোনো সোশ্যাল মিডিয়া নয়; এটি একটি উন্মুক্ত ও সর্বজনীন অনলাইন বিশ্বকোষ।

৯০. নবায়নযোগ্য জ্বালানী কোনটি?

ক কয়লা খ পেট্রোল
গ পরমাণু শক্তি ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তর : গ

নোট: প্রশ্নটির বর্তমান অপশনগুলোর মধ্যে কয়লা, পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস হলো সম্পূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানি, যা একবার ব্যবহার করলে চিরতরে শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ অনবায়নযোগ্য। অন্যদিকে, কার্বন নিঃসরণহীন এবং দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক শক্তির উৎস হিসেবে 'পরমাণু শক্তি'(Nuclear Power)-কে অনেক ক্ষেত্রে গ্রিন বা নবায়নযোগ্য শক্তির সমতুল্য বিকল্প বিবেচনা করা হয় (তবে অপশনে 'সৌরশক্তি' বা 'বায়ুশক্তি' থাকলে তা-ই উত্তর হতো)।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় ধাপ)- ২০২৪

তারিখ : ২৯.০৩.২০২৪ ॥ মোট সময় : ১ ঘণ্টা ॥ পূর্ণমান : ৭৫

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে]

[ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ]

❑ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের সময়কাল–

ক ৭০০-১৪০০ খ্রিঃ খ ৬৫০-১২০০ খ্রিঃ
গ ৪০০-৮০০ খ্রিঃ ঘ ৭০০-১০০০ খ্রিঃ উত্তর : *

নোট: বাংলা ভাষার বদলের প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা: (১) প্রাচীন বাংলা ভাষা (৯৫০-১২০০) খ্রি.; (২) মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (১৩৫০-১৮০০) খ্রি.; (৩) আধুনিক বাংলা ভাষা (১৮০০- বর্তমান)। [তথ্যসূত্র: লাল নীল দীপাবলী; হুমায়ুন আজাদ; পৃষ্ঠা: ১১]। উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ৩টি যুগে ভাগ করা হয়। যথা: প্রাচীন যুগ : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে (৬৫০-১২০০) খ্রি.; ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (৯৫০-১২০০) খ্রি.। মধ্যযুগ : (১২০১-১৮০০) খ্রি. পর্যন্ত, তবে (১২০১-১৩৫০) সময়টিকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। আধুনিক যুগ : ১ম পর্ব : (১৮০১ - ১৮৬০) খ্রি.; দ্বিতীয় পর্ব : (১৮৬১ - বর্তমান)।

২. 'বিবর' শব্দের অর্থ কি?

ক চূড়া খ বরহীনা
গ বরহীন ঘ গহ্বর উত্তর : ঘ

নোট: 'বিবর' শব্দটি বিশেষ্য যার অর্থ- গহ্বর, ছিদ্র, রন্ধ্র প্রভৃতি। অপরদিকে, চূড়া (চুড়ো) শব্দের অর্থ- শীর্ষদেশ, মস্তক, শিখর প্রভৃতি।

৩. মনোহর শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ–
ক মনো + হর খ মন + অহর
গ মন + হর ঘ মনঃ + হর উত্তর : ঘ

নোট: *বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে, পূর্বপদের শেষে অঃ থাকার পর পরপদের প্রথমে বর্গীয় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বা অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল) বা হ থাকলে সন্ধির ফলে অঃ স্থলে ও হয়। যেমন: মনঃ + হর = মনোহর। এরূপ- মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + যোগ = মনোযোগ, তপঃ + বন = তপোবন, ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ প্রভৃতি।*

৪. 'মুজিববর্ষ' কোন সমাস?
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ দ্বিগু সমাস
গ কর্মধারয় সমাস ঘ অব্যয়ীভাব সমাস উত্তর : গ

নোট: *যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ লোপ পেয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মুজিবের জন্য বর্ষ বা মুজিবকে উৎসর্গকৃত বর্ষ = মুজিববর্ষ, সাহিত্য বিষয়ক যে সভা = সাহিত্যসভা, নীল যে অম্বর = নীলাম্বর, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা, এক অধিক দশ = একাদশ, পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন প্রভৃতি।*

৫. 'চাঁদ দেখা যাচ্ছে'- এ বাক্যে কোন বাচ্যের প্রয়োগ ঘটেছে?
ক ভাববাচ্য খ কর্মকর্তৃবাচ্য
গ কর্তৃবাচ্য ঘ কর্মবাচ্য উত্তর : খ

নোট: *বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য। বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা: কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। বাচ্যের আরেকটি প্রকার হলো কর্মকর্তৃবাচ্য। যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃত্বস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন: চাঁদ দেখা যাচ্ছে, বাঁশি বাজে এ মধুর লগনে, সাইকেল চলে, ফুল ফোটে, কাজটা ভালো দেখায় না প্রভৃতি।*

৬. 'জরা' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
ক জীবন খ মৃত্যু
গ যৌবন ঘ পতিত উত্তর : গ

নোট: *'জরা' শব্দের অর্থ- জীর্ণতা, স্থবিরতা যার বিপরীত শব্দ যৌবন (তারুণ্য)। অপরদিকে, জীবন- মরণ, জন্ম- মৃত্যু, পতিত-উত্থিত।*

৭. ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ করণে ৭মী ঘ কর্মে ৭মী উত্তর : গ

নোট: *ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। ক্রিয়ার সাথে কীসের দ্বারা, কী উপায়ে প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়। এখানে, কিসে শরীর ভালো থাকে? উত্তর- ব্যায়ামে। 'ব্যায়ামে' শব্দের শেষে- 'এ' বিভক্তি থাকায় এটি করণে সপ্তমী।*

৮. 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি?
ক বক্তব্য খ উক্ত
গ বাক্য ঘ ভবিতব্য উত্তর : ক

নোট: *যা বলা হবে- বক্তব্য; যা বলা হয়েছে- উক্ত; যা বলা হয় নাই- অনুক্ত; ভবিষ্যতে ঘটনীয়- ভবিতব্য।*

৯. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পর বসে–
ক কোলন খ কমা
গ দাঁড়ি ঘ সেমিকোলন উত্তর : খ

নোট: *জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পর কমা (,) ব্যবহৃত হয়। বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি (।), অসম্পূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে কোলন (:) এবং একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখতে সেমিকোলন (;) ব্যবহৃত হয়।*

১০. বাংলা ভাষায় কয়টি তৎসম উপসর্গ রয়েছে?
ক ২০টি খ ২১টি
গ ১৮টি ঘ ২২টি উত্তর : ক

নোট: *যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে। উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: খাঁটি বাংলা উপসর্গ, তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট* ***২১টি*** *(অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা)। তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ মোট ২০টি (প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, সু, উৎ, অধি, পরি, প্রতি, উপ, আ, অপি, অভি, অতি)। তবে বিদেশী উপসর্গ অনির্ণেয়।*

১১. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কত?
ক ১২টি খ ৮টি
গ ৬টি ঘ ১০টি উত্তর : ঘ

নোট: *বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ সংখ্যা- ৫০টি (স্বরবর্ণ* ***১১টি*** *এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। তন্মধ্যে পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)। অর্ধমাত্রার বর্ণ- ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি-ঋ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি- খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)। মাত্রাহীন বর্ণ- ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি- এ, ঐ, ও, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি- ঙ, ঞ, ৎ, ং ঃ ঁ)।*

১২. 'বাবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক তুর্কী খ ফার্সী
গ হিন্দি ঘ উর্দু উত্তর : ক

নোট: *তুর্কী শব্দ: বাবা, চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, বাবুর্চি, বন্দুক, কুলি, সওগাত, খোকা, সুলতান, বেগম প্রভৃতি। অপরদিকে, হিন্দি শব্দ: পানি, ফালতু, দাদা, পহেলা, দোসরা, তেসরা, চিঠি, কাহিনি প্রভৃতি। ফার্সী শব্দ- খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা প্রভৃতি।*

১৩. 'ষড়ঋতু' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ দ্বিগু
গ দ্বন্দ্ব ঘ কর্মধারয় উত্তর : খ

নোট: *সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাস নিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন: ছয় ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু, তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। এরূপ: অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরোনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র প্রভৃতি।*

১৪. Forgery শব্দের বাংলা পরিভাষা কি?
ক জালিয়াতি খ তছরুপ
গ বাজেয়াপ্ত ঘ পূর্বাভাস উত্তর : ক

প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় ধাপ)- ২০২৪

তারিখ : ০২.০২.২০২৪ ॥ মোট সময় : ১ ঘণ্টা ॥ পূর্ণমান : ৭৫

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে]

[রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগ]

❑ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. "কি হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া" এখানে 'হেতু' অনুসর্গটি কি অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক) প্রার্থনা খ) প্রসঙ্গ
গ) ব্যাপার ঘ) নিমিত্ত **উত্তর : ঘ**

নোট: *'কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া' বাক্যে 'হেতু' অনুসর্গটি কারণ বা নিমিত্ত অর্থ প্রকাশ করছে। বিভিন্ন অর্থে অনুসর্গের প্রয়োগ: কারণে অর্থে- দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।*
নিমিত্ত অর্থে-এ ধন-সম্পদ তোমার জন্যে।
দীর্ঘবিরতি অর্থে- শরতের পর আসে বসন্ত।
বিরুদ্ধগামিতা অর্থে- দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
দিকে বা ওপর অর্থে- নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।

২. 'মুক্তি পেতে ইচ্ছুক' এক কথায় কি বলে?

ক) মুমুক্ষু খ) মুমূক্ষু
গ) মুমুক্ষূ ঘ) মুমুক্ষা **উত্তর : ক**

নোট: *মুক্তি পেতে ইচ্ছুক- মুমুক্ষু; মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা- মুমুক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ কিছু এককথায় প্রকাশ : যে আলোতে কুমুদ ফোটে- কৌমুদী, মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি- মৃন্ময়, অব্যক্ত মধুর ধ্বনি- কলতান, রাতের শেষ ভাগ- পররাত্র, ভোজন করার ইচ্ছা- বুভুক্ষা প্রভৃতি।*

৩. 'খাতক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক) চাতক খ) খনা
গ) ঘাতক ঘ) মহাজন **উত্তর : ঘ**

নোট: *খাতক শব্দের অর্থ- ঋণী, দেনাদার, যে ব্যক্তি মহাজনের নিকট থেকে টাকা কর্জ করেছে। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে- মহাজন। অপশনের চাতক (বিশেষ্য) শব্দটির আভিধানিক অর্থ- কবির কল্পনায় বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না এমন কোকিল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'চাতক' শব্দটির স্ত্রীবাচক রূপ- চাতকী। 'খনা' (বিশেষ্য) শব্দটির অর্থ- জ্যোতিষ্ক ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী প্রাচীন বাংলার প্রবাদপ্রতিম নারী। ঘাতক (বিশেষ্য) শব্দটির অর্থ- খুনি বা হত্যাকারী। শব্দটির বিপরীতার্থক অর্থ- রক্ষক।*

৪. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস নিচের কোনটি?

ক) বান + ধন খ) ব + ন + ধ + ন
গ) বন্ + ধন ঘ) ব + ন্ধ + ন **উত্তর : গ**

নোট: *নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে যতটুকু উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর বলে। প্রশ্নে উল্লেখিত অপশন (গ) এ সঠিক অক্ষরবিন্যাস হয়েছে। যেমন- বন্ + ধন্ = বন্ধন। এ দুটি অক্ষর দুই নিশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। অপশন (ক) তে যদিও দুটি অক্ষর আছে তথাপি বন্ধন শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস হয়নি।*

৫. দেশি শব্দ নয় কোনটি?

ক) ঢিল খ) মুড়কি
গ) মাছি ঘ) ঝিঙ্গা **উত্তর : গ**

নোট: *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'মাছি' শব্দটির উৎস নির্দেশ করা হয়েছে: সংস্কৃত মক্ষিকা > প্রাকৃত-মচ্ছিআ > মাছি। অর্থাৎ, মাছি তদ্ভব শব্দ। ঢিল, মুড়কি, ঝিঙ্গা, ডিঙ্গি, মুড়ি, ঢোল, ঠোঙ্গা প্রভৃতি দেশি শব্দ।*

৬. সারাংশ কোন পুরুষে লিখতে হয়?

ক) মধ্যম খ) প্রথম
গ) সবগুলো ঘ) উত্তম **উত্তর : খ**

নোট: *কোনো বিষয়ের উপর বিস্তৃতভাবে লিখিত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের মূল বা সার বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে উপস্থাপন করাকে সারাংশ বলে। সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্যে কোনো প্রকার ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে। উত্তম পুরুষ (আমি, আমরা) ও মধ্যম পুরুষ (তুমি, তোমরা) সারাংশ বা সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বর্জনীয়। অর্থাৎ সারাংশ লিখতে হয় প্রথম নাম পুরুষে।*

৭. 'হর্ষণ' শব্দের অর্থ কি?

ক) দেখা খ) হাসা
গ) চাষ ঘ) আনন্দ **উত্তর : ঘ**

নোট: *হর্ষণ শব্দটি বিশেষ্য, এর অর্থ- পুলক, হর্ষ, আনন্দ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের শব্দার্থ : অপাঙ্‌ক্তেয়- সমাজচ্যুত, আসার- জলকণা, ইনকিলাব- বিপ্লব, উষ্ণীব- পাগড়ি, ঐকতান- সমস্বর, গড্ডল- ভেড়া, প্রমা- সত্য বা যথার্থ জ্ঞান প্রভৃতি।*

৮. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে 'বৃষ্টি' শব্দটি কোন কর্তা?

ক) ব্যতিহার কর্তা খ) মুখ্য কর্তা
গ) প্রযোজক কর্তা ঘ) প্রযোজ্য কর্তা **উত্তর : খ**

নোট: *যে বা যিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন তিনিই কর্তা। কর্তাকে মুখ্য কর্তা, প্রযোজক কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা, ব্যতিহার কর্তা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে কর্তা নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমন: মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে 'বৃষ্টি' মুখ্য কর্তা।*

৯. "আমার জ্বর জ্বর লাগছে" এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক) দ্বিরুক্ত খ) সরল
গ) মিশ্র ঘ) যৌগিক **উত্তর : খ**

নোট: *বাক্যে একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: "আমার জ্বর জ্বর লাগছে।" একটি প্রধান খণ্ড বাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য যদি পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আবার, পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে সম্পূর্ণ বাক্য গঠন হলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ।*

১০. 'নিমরাজি' শব্দে 'নিম' কোন উপসর্গ?

ক) তৎসম উপসর্গ খ) বিদেশি উপসর্গ
গ) তদ্ভব উপসর্গ ঘ) বাংলা উপসর্গ **উত্তর : খ**

নোট: যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে তাদের উপসর্গ বলে। নিমরাজি শব্দে 'নিম' উপসর্গটি 'আধা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিমরাজি' শব্দের 'নিম' উপসর্গটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। তাছাড়াও আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফারসি উপসর্গ: কার্, দর্, না, ফি, বদ্, বে, বর্, ব্, কম প্রভৃতি।

১১. Personnel এর বাংলা অর্থ কি?

ক ব্যক্তিগত　খ কর্মীগণ
গ ব্যক্তি সম্পর্কীয়　ঘ ব্যক্তিগত বিষয়　উত্তর : খ

নোট: 'personnel' শব্দটির অর্থ- কর্মীগণ। 'ব্যক্তিগত' অর্থে ইংরেজি 'personal' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পারিভাষিক শব্দ : Transparancy- স্বচ্ছতা, Glossary- শব্দার্থপঞ্জি, pedagogy- শিক্ষাতত্ত্ব, Rank- পদমর্যাদা, Data- তথ্য বা উপাত্ত, Proletariat- সর্বহারা, propaganda- প্রচার প্রভৃতি।

১২. দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সমন্ধ থাকলে কোন বিরাম চিহ্ন বসে?

ক কোলন　খ হাইফেন
গ কমা　ঘ সেমিকোলন　উত্তর : ঘ

নোট: স্বাধীন অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে অর্থাৎ দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের কোনো সম্বন্ধ থাকলে অথবা একই ধরনের বর্গকে পাশাপাশি সাজাতে সেমিকোলন (;) ব্যবহৃত হয়। যেমন: ঝুমুর ক্রিকেট পছন্দ করে; আমি ফুটবল পছন্দ করি। অন্যদিকে, বাক্যের প্রথম অংশের কোনো উক্তিকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা এবং উদাহরণ উপস্থাপনের কাজে কোলন (:) ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে হাইফেন (-) ব্যবহৃত হয়। শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কমা (,) ব্যবহৃত হয়।

১৩. উপসর্গের কাজ কি?

ক নতুন শব্দ গঠন করা　খ শব্দের বিরতি প্রদর্শন
গ শব্দের লক্ষণ দেখানো　ঘ কোনটিই নয়　উত্তর : ক

নোট: উপসর্গের কাজ নতুন শব্দ গঠন করা। বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: ১. বাংলা উপসর্গ- ২১টি, ২. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ- ২০টি এবং ৩. বিদেশী উপসর্গ অনির্ণেয়। উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। আ, সু, বি, নি- এ চারটি উপসর্গ বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় পাওয়া যায়।

১৪. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?

ক রজনীকান্ত　খ চার্লস উইলকিন্স
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর　ঘ ফোর্ট উইলিয়াম　উত্তর : খ

নোট: প্রাচীন ভারতীয় লিপি দুই ভাগে বিভক্ত- ১. ব্রাহ্মী লিপি ও ২. খরোষ্ঠী লিপি। বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে- ব্রাহ্মী লিপি থেকে। ব্রাহ্মী লিপির রূপ- তিনটি (সারদা, নাগর, কুটিল)। আধুনিক বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক- চার্লস উইলকিন্স (পঞ্চানন কর্মকার এর সহযোগিতায়)। উল্লেখ্য, বাংলা লিপির গঠন কার্য শুরু হয়- সেন আমলে আর স্থিতি রূপ লাভ করে- পাঠান আমলে।

১৫. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানের গীতিকার কে?

ক আপেল মাহমুদ　খ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
গ নজরুল ইসলাম বাবু　ঘ গোবিন্দ হালদার　উত্তর : ঘ

নোট: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারে সম্প্রচারিত গোবিন্দ হালদার রচিত উল্লেখযোগ্য গান- মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি; এক সাগর রক্তের বিনিময়ে; পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে; হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার; চলো বীর সৈনিক প্রভৃতি।

১৬. কোনটি সঠিক?

ক সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস)
খ কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
গ বহিপীর (নাটক)
ঘ মহাশ্মশান (নাটক)　উত্তর : গ

নোট: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যে চেতনা প্রবাহ রীতির উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস- কাঁদো নদী কাঁদো (অস্তিত্ববাদী), চাঁদের অমাবস্যা, লালসালু। ছোটগল্প- নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, গল্প সমগ্র। নাটক-তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ। অন্যদিকে, সোজন বাদিয়ার ঘাট- পল্লি কবি জসীমউদ্দীন রচিত কাহিনী কাব্য। আর মহাশ্মশান- পানিপথের তৃতীয়যুদ্ধ অবলম্বনে কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য।

১৭. "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে" এ গানে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক রাজা হওয়ার ইচ্ছা　খ স্বৈরতন্ত্র
গ রসবোধ　ঘ দায়িত্ববোধ　উত্তর : ঘ

নোট: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত গান "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"-এর মূল ভাব হচ্ছে স্বাধীনতা, শক্তি, ঐক্য ও দায়িত্ববোধ। এ গানে মানুষের অধিকার, সমতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধও প্রকাশিত হয়েছে।

১৮. 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের নায়িকা?

ক হৈমন্তী　খ সমাপ্তি
গ দেনা-পাওনা　ঘ পোস্টমাস্টার　উত্তর : খ

নোট: ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথের প্রেমপ্রধান ছোট গল্প সমাপ্তি এর চরিত্র- মৃন্ময়ী, অপূর্বকৃষ্ণ। অন্যদিকে, 'হৈমন্তি' এর চরিত্র- হৈমন্তি, অপু; দেনা-পাওনা- নিরূপমা, রামসুন্দর এবং পোস্টমাস্টার- রতন, পোস্টমাস্টার।

১৯. কোন কবির মাতাও একজন কবি?

ক আহসান হাবীব　খ বিষ্ণু দে
গ শামসুর রাহমান　ঘ জীবনানন্দ দাশ　উত্তর : ঘ

নোট: রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা কুসুম কুমারী দাশ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ঠ কবি। কবি কুসুম কুমারী দাশ রচিত কবিতা 'আদর্শ ছেলে' যার প্রথম চরণ- 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে- ধর্ম, নীতিবোধ ও দেশাত্মবোধ। তাঁর রচনা- কবিতামুকুল (কাব্যগ্রন্থ), পৌরাণিক আখ্যায়িকা (গদ্যগ্রন্থ) প্রভৃতি।

২০. নিচের কোনটি শরৎ সাহিত্যের চরিত্র নয়?

ক সাবিত্রী　খ সুরবালা
গ গফুর　ঘ ষোড়শী　উত্তর : খ

নোট: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প একরাত্রি এর চরিত্র সুরবালা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প মহেশ এর চরিত্র- গফুর, তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসের চরিত্র- সাবিত্রী এবং দেনাপাওনা উপন্যাসের চরিত্র- ষোড়শী।

২১. "একেই কি বলে সভ্যতা"- এটি মধুসূদন দত্তের কি জাতীয় রচনা?

ক উপন্যাস　খ কাব্য
গ প্রহসন　ঘ মহাকাব্য　উত্তর : গ

নোট: *যন্ত্রকে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেটিকে চিন্তা করানোর ক্ষমতা দেওয়ার ধারণাটিকে সাধারণভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) বলা হয়। Applied Artificial Intelligence (AI) এর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উদাহরণ হলো Face Recognition System (মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ পদ্ধতি), মেশিন লার্নিং, এনএলপি (তথ্য সমন্বয়), স্পিচ, রোবটিক্স, ভিশন (ইমেজ প্রসেসিং), 4IR, digital devic, cloud server প্রভৃতি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে ব্যবহৃত ল্যাংগুয়েজ হলো- C/C++, Java, MATLAB, Python, PROLOG, LISP, CLISP, R প্রভৃতি।*

প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম ধাপ)- ২০২৩

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩ ॥ মোট সময় : ১ ঘণ্টা ॥ পূর্ণমান : ৭৫

[প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে]

[রংপুর, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ]

❑ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়–

ক ভাব খ পদ

গ বর্ণ ঘ ধ্বনি উত্তর : ঘ

নোট: *অর্থপূর্ণ ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়। এক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়। যেমন: অলস শব্দটি অ + ল্ + অ + স্ + অ ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত। তাই শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে ধ্বনি। যেসব প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাদের বর্ণ বলে। বর্ণ মূলত ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। যেমন: অ, ল, অ, স, অ হচ্ছে প্রভৃতি ধ্বনির লিখিত রূপ অর্থাৎ বর্ণ।*

২. চাঁদমুখ এর ব্যাসবাক্য নিচের কোনটি?

ক চাঁদ মুখ যার খ চাঁদের মত দেখতে মুখ

গ চাঁদ রূপ মুখ ঘ চাঁদ মুখের ন্যায় উত্তর : গ

নোট: *সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। (এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন: মুখ চাঁদের/চন্দ্রের ন্যায় = চাঁদমুখ/চন্দ্রমুখ; পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ; আঁখি পদ্মের ন্যায় = পদ্মআঁখি; বাবু ফুলের ন্যায় = ফুলবাবু; কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী।*

৩. 'কাক নিদ্রা' শব্দটির অর্থ–

ক কপটনিদ্রা খ অগভীর সতর্ক নিদ্রা

গ কাকের নিদ্রার ন্যায় ঘ অনিষ্ট চিন্তা উত্তর : খ

নোট: *কাকনিদ্রা বাগধারাটির অর্থ- অগভীর সতর্ক নিদ্রা। যেমন: তার চোখে তো ঘুম নেই, তার তো কাক নিদ্রা।*

৪. 'দিনের আলো ও সন্ধ্যার আলোর মিলন' এক কথায় বলে–

ক সন্ধ্যাকাল খ আলোছায়া

গ সায়াহ্ন ঘ গোধূলী উত্তর : ঘ

নোট: *দিনের আলো ও সন্ধ্যার আলোর মিলন - গোধূলি; দিনের প্রথম ভাগ- পূর্বাহ্ন; দিন ও রাতের মধ্যভাগ- সায়াহ্ন, দিবসের মধ্যভাগ- মধ্যাহ্ন; দিবসের শেষ ভাগ- অপরাহ্ন।*

৫. জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়- চরণটিতে 'জেলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক কর্তৃকারকে প্রথমা খ কর্মকারকে প্রথমা

গ কর্মকারকে সপ্তমী ঘ কর্তৃকারকে সপ্তমী উত্তর : ক

নোট: *বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক। ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক। এখানে মাছ ধরার কাজটা অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদন করছে 'জেলে' তাই জেলে কর্তৃকারক। আর জেলে শব্দে শূন্য বা বিভক্তি যুক্ত না থাকায় এটা কর্তৃকারকে প্রথমা।*

৬. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?

ক কারক খ সন্ধি

গ প্রকৃতি ঘ সমাস উত্তর : ক

নোট: *বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। আর বাক্যে ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। কারকের অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির জন্য বিভক্তির প্রয়োজন হয়।*

৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক নিশীথিনি খ নিশীথীনি

গ নিশীথিনী ঘ নিশিথীনী উত্তর : গ

নোট: *বাংলা বানানের বা উচ্চারণের নিয়মানুসারে 'কার' চিহ্ন থাকলে, বানানে সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ- হ্রস্ব অর্থাৎ ('ই' কার + 'ঈ' কার + 'ই' কার) হয়ে থাকে। যেমন: নিশীথিনী, পিপীলিকা, নিপীড়িত, নিমীলিত, বিভীষিকা প্রভৃতি।*

৮. 'অর্বাচীন' শব্দের বিপরীত শব্দটি–

ক প্রাচীন খ নবীন

গ অনির্বাচিত ঘ বোকা উত্তর : ক

নোট: *অর্বাচীন এর বিপরীত শব্দ- প্রাচীন। নবীন- প্রবীণ; নির্বাচিত- অনির্বাচিত; বুদ্ধিমান- বোকা।*

৯. 'নন্দিনী' এর নিচের প্রতিশব্দ কোনটি?

ক মিনাক্ষী খ সুন্দরী

গ ননদিনী ঘ তনয়া উত্তর : ঘ

নোট: *নন্দিনী এর সমার্থক শব্দ- তনয়া, মেয়ে, কন্যা, সুবা, দুহিতা, আত্মজা, দরিকা, কনে, তনুজা প্রভৃতি।*

১০. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ⓚ গোলাপ ⓚ মানব
ⓖ ধাতব ⓖ একাঙ্ক
উত্তর : ক

নোট: *যে সব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙ্গে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, খোকা, বোকা, গোলাপ, ঘর, নাক, বাড়ি, তিন, লাল, চাঁদ, বউ, মা, পা প্রভৃতি।*

১১. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ–
ⓚ বাক্ + আড়ম্বর ⓚ বাগ + অম্বর
ⓖ বাক্ + অম্বর ⓖ বাগ্ + আড়ম্বর
উত্তর : ক

নোট: *ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মানুযায়ী, ক, চ, ত, ট প-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে ক, চ, ট, ত প এর পরিবর্তে যথাক্রমে গ, জ, ড় (ড়), দ, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন: (ক + আ = গ) বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর, (ক + অ = গ), দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, ণিচ + অন্ত = ণিজন্ত, সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত প্রভৃতি।*

১২. 'বেসাতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনটি?
ⓚ বস্ত্র ⓚ আশ্রয়
ⓖ নির্লজ্জতা ⓖ কেনাবেচা
উত্তর : ঘ

নোট: *গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের প্রকৃত অর্থ- বেসাতি-কেনাবেচা; বামেতর- ডান; মৃগয়া- হরিণ শিকার; আসার-জলকণা; অভিরাম-মনোরম/সুন্দর; উপাধান-বালিশ প্রভৃতি।*

১৩. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি?
ⓚ স্বরযন্ত্র ⓚ ফুসফুস
ⓖ দাঁত ⓖ সবকটি
উত্তর : ঘ

নোট: *মানুষের দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে বা ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বা বাকপ্রত্যঙ্গ বলে। মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গ-ই বাগযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাগযন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বা অংশ হলো-ফুসফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র, জিভ, আলজিভ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও দন্তমূল, ওষ্ঠ, নাসিকা প্রভৃতি।*

১৪. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?
ⓚ স্বরবৃত্ত ⓚ নিম্নবৃত্ত
ⓖ অক্ষরবৃত্ত ⓖ মাত্রাবৃত্ত
উত্তর : ঘ

নোট: *আধুনিক ছন্দ বিচারে চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি দু'মাত্রা এবং অযুগ্মধ্বনি একমাত্রা বিবেচিত হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধদের সাধনসঙ্গীত যা ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন এবং 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে ১৯১৬ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।*

১৫. কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা–
ⓚ ক্ষণিকা ⓚ তাসের দেশ
ⓖ বসন্ত ⓖ কালের যাত্রা
উত্তর : গ

নোট: *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন এবং কবি নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।*

১৬. নেকড়ে অরণ্য উপন্যাসের রচয়িতা–
ⓚ আনোয়ার পাশা ⓚ শওকত ওসমান
ⓖ রশীদ হায়দার ⓖ আবু জাফর শামসুদ্দিন
উত্তর : খ

নোট: *কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস- নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), জলাঙ্গী, জাহান্নম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক। তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাস- জননী, চৌরসন্ধি, পতঙ্গ পিঞ্জর, আর্তনাদ, ক্রীতদাসের হাসি, রাজা উপাখ্যান প্রভৃতি।*

১৭. 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে?
ⓚ আব্দুল মান্নান সৈয়দ ⓚ অমীয় চক্রবর্তী
ⓖ আল মাহমুদ ⓖ শামসুর রাহমান
উত্তর : ঘ

নোট: *'আসাদের শার্ট' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আসাদের রক্তাক্ত শার্টকে উপলক্ষ্য করেই কবি কবিতাটি রচনা করেন। এই কাব্যের আরো কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা হলো- 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?' 'এ যুদ্ধের শেষ নেই', 'আমি কথা বলতে চাই' প্রভৃতি।*

১৮. সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের জন্মস্থান কোন জেলায়?
ⓚ টাঙ্গাইল ⓚ পাবনা
ⓖ ফেনী ⓖ কুষ্টিয়া
উত্তর : ঘ

নোট: *আধুনিক বাংলা মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মুসলিম নাট্যকার এবং উপন্যাস রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন ১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ ডিসেম্বর, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর ছদ্মনাম- গাজী মিয়া। তিনি 'উদাসীন পথিক' নামেও খ্যাত।*

১৯. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম ⓚ নেকড়ে অরণ্য
ⓖ বন্দী শিবির থেকে ⓖ নিষিদ্ধ লোবান
উত্তর : গ

নোট: *'বন্দী শিবির থেকে' শামসুর রাহমানের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। অপরদিকে, প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম- হারুন হাবীব; নেকড়ে অরণ্য- শওকত ওসমান; নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস।*

২০. সাহিত্যিক শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কোনটি?
ⓚ শেখ আজিজুর রহমান ⓚ শওকত আলী
ⓖ আহমেদ আজিজ ⓖ ওসমান গনী
উত্তর : ক

নোট: *স্বনামখ্যাত লেখক ও কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি- জননী, ক্রীতদাসের হাসি, সমাগম, চৌরসন্ধি, জাহান্নম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, রাজপুরুষ, জলাঙ্গী প্রভৃতি।*